দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫৫ কলাম ৪

অর্থাভাবে ছয়টি উপজাতীয় ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে গেছে ।। শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

।। এনামুল হক কাশেমী ।।

বান্দরবান, ১লা জানুয়ারি।– পার্বত্যাঞ্চলের ৬টি উপজাতীয় আবাসিক ছাত্রাবাস অর্থাভাবে গত জুলাই থেকে বন্ধ রয়েছে। ফলে কয়েক হাজার শিশু–কিশোর ছাত্র–ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছাত্রাবাসসমূহ বর্তমানে ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইউনিসেফের সহযোগিতায় বান্দরবানে ২টি, রাঙ্গামাটিতে ২টি এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ২টি উপজাতীয় আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণ করে '৮৩ সালে। প্রতিটি ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৩ লাখ টাকা করে এবং ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন, চিকিৎসা, পোশাক ও খাবারসহ যাবতীয় স্থি সুযোগ–সুবিধে নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি ছাত্রাবাসের জন্যে বছরে ব্যয় হয় প্রায় ৩২ লাখ টাকা। সরকার উপজাতীয় ছাত্র–ছাত্রীদের বিনা পয়সায় লেখাপড়া করার সুবিধের জন্যেই উক্ত প্রকল্প চালু করেছিল। ইউনিসেফ এযাবৎ যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করে আসলেও তহবিল সংকটের কারণে চলতি অর্থবছর ('৯২–৯৩) অর্থাৎ জুন মাসের পর থেকে ঐ খাতে বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে '৯১ সালে জেলা প্রশাসন আকস্মিক নোটিশের মাধ্যমে ছাত্রাবাসগুলো বন্ধের আদেশ দিয়েছিল। পরবর্তীতে ছাত্র–ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে এক বছর পর্যন্ত চালু রেখে পুনঃ বন্ধ করে দেয়া হলো।

খবর নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি ছাত্রাবাসে প্রায় ৪শ' প্রাথমিক পর্যায়ের উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী বাস করত। তারা জেলা তিনটির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছিল শিক্ষালাভের জন্যে। কিন্তু শিক্ষাজীবন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাদের। এ ঘটনায় এলাকার উপজাতীয় নেতৃবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিদের মাঝে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে উন্নয়ন বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, ইউনিসেফের সহযোগিতায় উন্নয়ন ছাত্রাবাস কাঠামো গঠন করেছে, সেগুলোকে স্থায়ীভাবে পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসন বা স্থানীয় সরকার পরিষদের। বর্তমান অবস্থায় বোর্ডের কিছুই করণীয় নেই বলে তিনি জানান।